জীবননগরে শিশুদের মাঝে ঈদের নতুন পোশাক বিতরণ

জীবননগরে অসহায় দরিদ্র শিশুদের মাঝে ঈদের নতুন পোশাক বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকাল ৪টার সময় সেচ্ছাসেবী সংগঠন এফ.এস.ডি.ও এর উদ্যোগে জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রামে এ ঈদ পোশাক বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন এফ.এস.ডি.ও এর সদস্য মাহমুদুল হাসান জিবা, র্স্বানালী তাবাচ্ছুম মালা, আজমির ইয়াসমিন, জলি আক্তার, জিহাদ হোসেন, তন্ময় হাসান রাজ, আয়েসা খাতুন প্রমুখ।

জীবননগরে দুই কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

জীবননগরে দুই কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক হয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাতে জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নিদেশে জীবননগর থানার এ এস আই কামররুজ্জামান, এ এস আই হাবিব সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে নারায়নপুর গ্রামে অভিযান চালায়।

এ সময় নারায়নপুর গ্রামের মজনুর রহমানের ছেলে শাহ আলম কিরন (২৫) এবং একই গ্রামের মৃত নেয়ামত মন্ডলের ছেলে বশির উদ্দিন বছেরকে আটক করে।

এ সময় তাদেও কাছ থেকে ২ কেজি গাঁজা ও গাঁজা বিক্রি করার নগদ ২ হাজার ২’শ টাকা পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে জীবননগর থানায় একটি মাদকদ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।

জীবননগরে মুক্তিযোদ্ধা সম্মননা ও দরিদ্রদের ঈদ সামগ্রী বিতরণ

জীবননগরে বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মননা স্বারক ও এতিম অস্বচ্ছল দরিদ্রদের ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকাল ৪টার সময় জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের গোয়ালপাড়া স্বপ্ন ছোয়া সংগঠনের উদ্যোগে এ সম্মননা ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

স্বপ্ন ছোয়া সংগঠনের সভাপতি সাইফুল রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সম্মননা স্বারক ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান ময়েন উদ্দিন মঈন, উপজেলা সমাজ সেবা

অফিসার মাসুদুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা উম্মত আলী, হায়দার আলী, সাংবাদিক সালাউদ্দিন কাজল, মিথুন মাহমুদ প্রমুখ।
অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচলান করেন সীমান্ত ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারন সম্পাদক সেকেন্দার আলী।

কুষ্টিয়ায় অনলাইনে কোরবানির পশু বিক্রিতে সাড়া নেই

করোনার বিস্তার রোধে কুষ্টিয়ায় এ বছর অনলাইনে কোরবানির পশুর হাট চালু করেছে স্থানীয় জেলা প্রশাসন। ঈদুল আজহার বাকি রয়েছে আর মাত্র দুদিন।

তবে অনলাইনে কোরবানির পশু বিক্রিতে সাড়া কম পাওয়ায় হাটের দিকে ঝুঁকছেন খামারিরা। অনলাইনে সাড়া না পেয়ে কেউ কেউ তাদের বিক্রয়যোগ্য গরু নিয়ে গেছেন ঢাকা অথবা চট্টগ্রামে।

জেলা প্রশাসন সূত্র জানা যায়, এবার ‘কোরবানি পশুর হাট কুষ্টিয়া’ নামে ফেসবুকে একটি পেজ খোলা হয়েছে। সেখানে খামারিদের বিক্রয়যোগ্য পশুর ছবি, সম্ভাব্য ওজন, বিক্রেতার নাম-ঠিকানাসহ পোস্ট করার অনুরোধ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের তথ্য মতে, কুষ্টিয়ার ৬ উপজেলায় ৩৮ হাজার গরু-ছাগলের খামার রয়েছে। চলতি বছর এসব খামারে এক লাখ ৫ হাজার গরু, ৭০ হাজার ছাগল এবং ভেড়াসহ অন্যান্য পশু মোটাতাজাকরণ করা হচ্ছে। এ জেলায় ১৫টি পশুর হাট রয়েছে। এসব হাট ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এসব পশু বিক্রি হয়ে থাকে। তবে করোনার কারণে এবার অনলাইনেও চলছে পশু বেচা-কেনা।

মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউপির কেউপুর গ্রামের মশিউর রহমান জানান, গত ২০ জুলাই ফেসবুকের ‘কোরবানি পশুর হাট কুষ্টিয়া’ নামে একটি পেজে ছবিসহ গরু বিক্রির জন্য পোস্ট করেছিলাম। তবে কোনও সাড়া না পাওয়ায় দুইদিন আগে গরু বিক্রির জন্য চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমার গরুটির ওজন আনুমানিক ৯ মণ। দাম চেয়েছিলাম সাড়ে ৩ লাখ টাকা।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আনিচুর রহমান নামে এক ছাগল বিক্রেতা জানান, গত ১৭ জুলাই আমাদের পালিত ৩৬ থেকে ৪০ কেজি ওজনের দুইটি ছাগল বিক্রির জন্য ফেজবুক পেজে পোস্ট করেছিলাম। তবে এখন পর্যন্ত কোনও ক্রেতা মেলেনি। ছাগল দুটি বিক্রির জন্য বাধ্য হয়ে হাটে নিয়ে যাচ্ছি।

জাহিদ হোসেন নামে এক গরু খামারি জানান, অনলাইনে ক্রেতা না

পাওয়ায় শেষে বাড়িতেই ব্যাপারির কাছে বিক্রি করেছি।

কুমারখালি উপজেলার জাহেদপুর গ্রামের গরু বিক্রেতা সোহেল সামাদ জানান, গত ১৮ জুলাই গরু বিক্রির জন্য ‘কোরবানি পশুর হাট কুষ্টিয়া’ ফেসবুক পেজে ছবিসহ পোস্ট দিয়েছিলাম। তবে এ পর্যন্ত কোনও ক্রেতা ফোন করেনি। আমাদের ইচ্ছা আছে গরুটি হাটে না নিয়ে বাড়ি থেকেই বিক্রি করবো। সে আশা পূরণ হবে কিনা জানি না।

কুষ্টিয়া জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার মো. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, খামারিরা যাতে কোরবানির সময় তাদের গরুটা বিক্রি করতে পারেন এজন্য আমরা অনলাইন কোরবানির পশুর হাট খুলেছিলাম। যদিও সেটির সাড়া কম। তবে স্থানীয় পর্যায়ে বেশি গরু কেনেন না। মুলত ঢাকা, চট্টগ্রামের ব্যপারিরা এসব গরু কেনেন। স্থানীয়দের বেশিরভাগ হাটে গিয়েই গরু কিনতে অভ্যস্ত।

প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আরও বলেন, আমরা জেলার ৩ হাজার খামারিকে প্রাতিষ্ঠানিক এবং ৬ হাজার খামারিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছি যাতে তারা কিভাবে স্বল্প খাবারে গরুকে হৃষ্টপুষ্ট করতে পারেন। এ ছাড়াও খামারিদের কৃমিনাশক ট্যবলেট এবং ভিটামিন দেওয়া হয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি গরু পালনের উৎপাদন খরচ কমিয়ে কিভাবে কৃষককে লাভবান করা যায়। কিভাবে রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত রেখে মানসম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গরু হৃষ্টপুষ্ট করতে পারেন সে বিষয়ে তাদের দক্ষ করে তোলার চেষ্টা করছি।

ডাক্তার মো. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, হাটে যাতে অসুস্থ গরু ক্রয়-বিক্রয় না হয় সেদিকে নজরদারি করা হচ্ছে। এবার হাটে ১১টি মেডিক্যাল টিম কাজ করছে।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসেন জানান, কুষ্টিয়াতে কোরবানিকে টার্গেট করে ব্যাপক গবাদিপশু লালনপালন করা হয়ে থাকে। করোনার এই সময়ে হাটে না গিয়ে ঘরে বসে গরু কিনতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনলাইনে কোরবানির পশুর হাট নামে একটি পেজ খোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে কোরবানির পশু ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। তবে তিনি স্বীকার করেন, এই অনলাইন পেজে ক্রেতাদের এখনও সাড়া কম।

কুষ্টিয়ার কামার পল্লীর ব্যস্ততা বেড়েছে

কোরবানির ঈদের বাকি আর মাত্র কয়েকদিন। আর কোরবানি উপলক্ষে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকার কামাররা দা, ছুরি, চাকু, ডাসা ও বটি তৈরিতে ব্যস্ত। অনেকেই কামার বাড়িতে ছুটছে পুরাতন চাকু-ছুরি-বটিতে সান দিতে।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার কামার পাড়া এখন হাতুরির টুং টাং শব্দে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এখানে সারা বছর চলে লোহার দা, ছুরি, চাকু, বটি, কোবা, ডাসা, কুড়াল, কোদাল তৈরির কাজ।

কামাররা জানায়, তারা শহরের ভাঙারির দোকান থেকে ৫০ থেকে ১০০ টাকা কেজি দরে লোহা ও মোটর গাড়ির পুরাতন যন্ত্রাংশ কিনে তা দিয়ে দা, ছোরা, বটি, কোদাল ও কুড়াল তৈরি করে। এ সব সরঞ্জাম তারা জেলাসহ জেলার বাইরের বিভিন্ন হাটে পাইকারি বিক্রি করে।

তবে কোরবানি ঈদের সময় তাদের বিক্রি বেড়ে যায়। অন্য সময় প্রতিদিন যে পরিমাণ বেচা-বিক্রি হয়, ঈদের আগে বেচা-বিক্রি তিন গুণ বেডে যায়। এ সময় নতুন দা-বটি তৈরির পাশাপাশি পুরাতন দা-বটি সান দেওয়ার কাজ করেও বাড়তি আয় করে থাকে তারা।

দৌলতপুরে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুই মহিলা সদস্যের অভিযোগ!

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ১০নং দৌলতপুর সদর ইউপি চেয়ারম্যান মহিউল ইসলাম মহি’র বিরুদ্ধে মাসিক সম্মানী ভাতা না দেওয়ার অভিযোগ করেছেন দুই মহিলা ইউপি সদস্য। ভুক্তভোগী দুই ইউপি সদস্য এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক সহ

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত অভিযোগ করেছেন।

প্রাপ্ত অভিযোগে জানাযায়, ১০নং দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহিউল ইসলাম মহি তার ইউনিয়নের ১,৩,৪ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য মেমজান কে নির্বাচনে জয়লাভের পর সাড়ে ৪ বছরে শুধু মাত্র ১১ মাসের সম্মানীভাতা দিয়েছেন।

একই ভাবে ৭, ৮, ৯ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য ছাপাতন নেছা কে গত সাড়ে ৪ বছরে মাত্র ৬ মাসের সম্মানী ভাতা দিয়েছেন বলে তারা অভিযোগে করেছেন। চেয়ারম্যান মহিউল ইসলাম মহি অত্র ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলেও তাদের সাথে না নিয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়ে থাকেন।

তাছাড়া সরকারী কোন বরাদ্দ আসলে তাদের কে জানানো হয়না বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি তার বিরুদ্ধে কথা বলে তাহলে তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি এমনকি গাঁয়ে হাত তুলতেও দ্বিধাবোধ করেননা বলে অভিযোগকারী দুই মহিলা সদস্য জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে ঐ দুই মহিলা ইউপি সদস্য জেলা প্রশাসক সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত অভিযোগ করেছেন।

এ ব্যাপারে ইউপি চেয়ারম্যান মহিউল ইসলাম মহি’র কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবী করেছেন। তিনি আরো জানান, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে এ অভিযোগ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে নারীর লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহে বাগান থেকে রেক্সছোনা খাতুন (৩৫) নামে এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সে সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের পুড়াবেতা শান্তি পাড়া গ্রামের নুর ইসলামের মেয়ে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গেল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে রেক্সছোন বাড়ি থেকে বের হয়ে ফিরে আসেনি।

আজ বুধবার দুপুর ১টার দিকে বাড়ির পাশে একটি মেহগনি বাগানে গলাই

ওড়না পেঁচানো অবস্থায় তার লাশ পড়ে থাকতে দেখে গ্রামবাসী। পুলিশ খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়।

ইউপি সদস্য রহমান হোসেন জানান, এরআগে মেয়েটির ৫ জায়গায় বিয়ে হয়ে ছাড়াছাড়িও হয়ে গেছে। মেয়েটির ৫ বছর বয়সি এক ছেলে সন্তান ছিল। সেই ছেলেটিও ৭ বছর আগে মারা যায়। বর্তমানে মেয়েটি রাস্তায় মাটিকাটা শ্রমিকের কাজ করে এবং পিতা-মাতার সাথে বসবাস করে আসছিল।

এ ব্যাপারে সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, এটি হত্যা না আত্মহত্যা ময়নাতদন্ত ছাড়া সঠিক করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

নদী গর্ভে শিমুলিয়ায় তিন নম্বর পন্টুন, অপেক্ষায় শতশত যানবাহন

পদ্মার পানির তীব্র স্রোতে ভেসে গেছে শিমুলিয়া ফেরি ঘাটের তিন নম্বর পন্টুন। কয়েকদিন ধরেই পদ্মার তীব্র স্রোত ও পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় মুন্সীগঞ্জের শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ী নৌরুটে ফেরি চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) দুপুরে লৌহজং উপজেলার শিমুলিয়ার তিন নম্বর ফেরি ঘাটটি পদ্মার তীব্র স্রোত ও ভাঙনের কবলে পড়ে তলিয়ে গেছে। এই ফেরি ঘাট দিয়ে বড় বড় ফেরিগুলো চলাচল করছিল। বর্তমানে শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ী নৌরুটে রো রো ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। এখন ছোট ৫টি ফেরি চলাচল করছে।

শিমুলিয়া ঘাটের বিআইডাব্লিউটিসি’র ব্যবস্থাপক সাফায়েত আহমেদ জানান, দুপুরে পদ্মার তীব্র স্রোত ও ভাঙনের কবলে পড়ে শিমুলিয়ার তিন নম্বর ফেরিঘাটটি বিলীন হয়ে গেছে। পন্টুনটি এখন ঘাটের অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পদ্মায় ভাসছে। এছাড়া ফেরিঘাটটির সংযোগ সড়ক, বিআইডাব্লিউটিএ’র নির্মিত খাবারের দোকান, মসজিদ এসব তলিয়ে গেছে পানিতে।

বর্তমানে রো রো ফেরি চলাচল বন্ধ আছে। বাকি দুইটি ঘাট সচল আছে

যা দিয়ে ফেরি চলাচল করছে। ঘাট এলাকায় গাড়ি পারের অপেক্ষায় রয়েছে। ঘাটটি মেরামত বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

সূত্র বিডি প্রতিদিন

আওয়ামী লীগের আয় ৩৫ ভাগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটিতে

২০১৯ সালের শেষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সর্বমোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটি ৩৭ লাখ ৪৩ হাজার ৫৯৩ টাকা। এর মধ্যে নগদ আছে ৫ লাখ ১৩ হাজার ৭১৭ টাকা এবং ব্যাংকে জমা আছে ৫০ কোটি ৩২ লাখ ২৯ হাজার ৮৭৬ টাকা। এর মধ্যে ৪০ কোটি টাকার এফডিআর রয়েছে। এই পঞ্জিকাবর্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আয় শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বুধবার দুপুরে আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন অফিসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আয়-ব্যয়ের হিসাব-২০১৯ বর্ষপঞ্জি এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এ বিষয়ের উপর লিখিত মতামত জমা দান করা হয়। এরপর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আবদুস সোবহান গোলাপ ও আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া।

২০১৮ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তহবিলে নগদ ছিল ৩ লাখ ৩৮ হাজার ৯৬৮ টাকা। সে সময় ব্যাংক হিসাবে জমা ছিল ৩৭ কোটি ৫২ লাখ ৬৪ হাজার ৮৭০ টাকা। ২০১৮ সালে সর্বমোট অর্থ ছিল ৩৭ কোটি ৫৬ লাখ ৩ হাজার ৮৩৮ টাকা। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আয় হয়েছে সর্বমোট ২১ কোটি দুই লাখ ৪১ হাজার ৩৩০ টাকা।

এ সময়ে যে সকল খাত থেকে আয় হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নমিনেশন ফরম বিক্রি বাবদ ১২ কোটি ৩২ লাখ ৩০ হাজার টাকা। সম্মেলন বাবদ প্রাপ্ত ৩ কোটি দুই লাখ ৫৫ হাজার ৮০০ টাকা। ব্যাংক লভ্যাংশ বাবদ ২ কোটি ৩৩ লাখ ৭৫ হাজার ২২৩ টাকা। সংসদ সদস্যদের প্রদেয় চাঁদা বাবদ এক কোটি ৭ লাখ ৬৪ হাজার টাকা।

এছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মাসিক চাঁদা, জেলাভিত্তিক প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ চাঁদা ও প্রাথমিক সদস্য ফরম বিক্রি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের হলভাড়া, পত্রিকা প্রকাশনা ও বিজ্ঞাপন (উত্তরণ) এবং পুস্তক বিক্রিসহ অন্যান্য খাত থেকে বাকি আয় হয়েছে।

২০১৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৮ কোটি ২১ লাখ ১ হাজার ৫৭৫ টাকা। যেসকল খাতে ব্যয় হয়েছে তার মধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য হল: জাতীয় সম্মেলন বাবদ তিন কোটি ৪৩ লাখ ১৪ হাজার ৮০০ টাকা। কর্মচারীদের বেতন, বোনাস, আপ্যায়ন ও অন্যান্য খরচ বাবদ ১ কোটি ১৩ লাখ ৭৭ হাজার ৭০০ টাকা। বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাবদ ব্যয় ১ কোটি ১৮ লাখ ১৮ হাজার ৮৬৫ টাকা। সভাপতির কার্যালয়ে ভাড়া বাবদ ৫৫ লাখ টাকা।

এছাড়া নির্বাচন পরিচালনা অফিস রক্ষণাবেক্ষণ, ত্রাণ কার্যক্রম, উত্তরণ পত্রিকা প্রকাশনা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, বিভাগীয় জেলা জনসভা ও দলীয় অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা, বিজ্ঞাপন ও পোস্টার প্রকাশনা, সাংগঠনিক খরচ, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সার্ভিস চার্জসহ অন্যান্য খাতে বাকি অর্থ ব্যয় হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

৩৫ বছর ধরে ফেরি করে বই ও পত্রিকা বিক্রি করেন লোকমান হোসেন

থানাপাড়া এলাকার বাসিন্দা পত্রিকা পরিবেশক লোকমান হোসেন। শহরের মজমপুর এর গেটে পত্রিকার পাশাপাশি শিশুদের বই সহ বিভিন্ন ধরনের বই হেঁটে হেঁটে ফেরি করে বিক্রি করেন। দীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে তিনি এই বই ও পত্রিকা বিক্রির সাথে সম্পৃক্ত। পত্রিকা ও বই বিক্রি করেই সংসার চালিয়েছেন। দুই মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন এবং বিয়েও দিয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘আমি মজমপুর গেট এলাকায় প্রতিদিন পত্রিকা বিক্রি করি। বই ও পত্রিকা বিক্রি করে মাসে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকার মতো উপার্জন হতো। আগের তুলনায় এখন ব্যবসা নেই। লোকসমাগম না থাকায় এ মাসে কোন আয়ও নাই। আমরা মানুষের কষ্টের কথা সবাইকে জানাতে ছুটে চলি। কিন্তু আমার কষ্টের কথা শোনার মানুষ নেই।’

কুষ্টিয়ায় স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রিকা আছে ৩৭টি। এছাড়াও ২০টি সাপ্তাহিক পত্রিকা ও তিনটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় কুষ্টিয়া থেকে। সবমিলিয়ে এ জেলা থেকে নিয়মিত ৬০টি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

কুষ্টিয়ায় পত্রিকার গুরুত্ব থাকলেও নাগরিকদের হাতে হাতে এসব পত্রিকা পৌঁছে দেওয়া পরিবেশকদের গুরুত্ব তেমন নেই। দেশের ক্রান্তিকালে এই পত্রিকা পরিবেশকদের খোঁজ কেউ রাখছে না।

করোনাভাইরাস প্রার্দুভাবে কার্যত অচল কুষ্টিয়া জেলা। পত্রিকা বের হচ্ছে না। এই বাস্তবতায় দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তাদের। বর্তমানে আশিভাগ পত্রিকার পরিবেশক খেয়ে না খেয়ে দিনাতিপাত করছে।

প্রবীণ পত্রিকা পরিবেশক রবিউল ইসলাম রবি জানান, তিনি শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে পত্রিকা বিতরণ করেন। প্রতিদিন তার দুইশ পত্রিকা বিক্রি হতো। বর্তমানে পত্রিকা বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন কর্মহীন, বেকার। তাই উপার্জনও নেই। ঘরে অভাব।

কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু বলেন, ‘জেলা প্রশাসকের ত্রাণ তহবিল থেকে পরিবেশকদের কিছু ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। তবে তা যথেষ্ট নয়। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে পত্রিকা পরিবেশকদের জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে।’